যায়যায়দিন

02 SEP 2013

লাখো শিক্ষকের সরকারীকরণ

# যাচাই-বাছাইয়ে বিলম্ব ২৭ জেলার পৌঁছেনি তালিকা

**এম মামুন হোসেন**

নিবন্ধিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক লাখ শিক্ষকের চাকরি সরকারিকরণ প্রক্রিয়া ঝুলে আছে। আগস্ট মাসের মধ্যে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি। যাচাই-বাছাই শেষে সরকারিকরণের জন্য মনোনীত শিক্ষকদের তালিকা ২৫ জুলাইর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর কথা থাকলেও রোববার পর্যন্ত মাত্র ৩৭ জেলার তালিকা এসে পৌঁছেছে। জেলা পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্তদের গাফিলতির কারণে এই বিলম্ব হচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। অবিলম্বে অবশিষ্ট ২৭ জেলার তালিকা পাঠানোর জন্য মন্ত্রণালয় থেকে গতকাল চিঠি পাঠানো

তালিকা : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৭

## তালিকা : যাচাই-বাছাইয়ে

*(শেষ পৃষ্ঠার পর)*

হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ৯ জানুয়ারি জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে দেশের ২৬ হাজার ১৯৩টি নিবন্ধিত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে তিন দফায় জাতীয়করণের ঘোষণা দেন। জাতীয়করণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে প্রথম পর্যায়ে বিদ্যালয়গুলোকে অধিগ্রহণের কাজ শুরু হয়। যাচাই-বাছাইয়ের বিভাগভিত্তিক গেজেট প্রকাশের প্রক্রিয়া জুন মাসে শুরু হয়ে জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে এসে শেষ করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১ লাখ ৪৯ জন শিক্ষকের পদ জাতীয়করণ করার কথা। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছিলেন, আগস্ট মাসের মধ্যেই শিক্ষকদের সরকারিকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। কিন্তু তা হয়নি। যাচাই-বাছাই শেষে ২৫ জুলাইর মধ্যে তালিকা ও প্রতিবেদন পাঠানোর জন্য জেলা প্রশাসক এবং জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত কমিটিকে নির্দেশ দেয়া হলেও ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ২৭টি জেলা থেকে প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি বলে জানা গেছে।

জাতীয়করণ প্রক্রিয়ায় বিলম্বের কারণে শিক্ষকদের সরকারি সুযোগ-সুবিধা পেতেও বিলম্ব হচ্ছে। অবশ্য যখন সরকারি হিসাবে বেতন-ভাতা দেয়া শুরু হবে, তখন তারা গত জানুয়ারি থেকে সরকারি বেতনের বকেয়া অংশ পাবেন। কিন্তু কিছু সুবিধা তারা কখনোই পাবেন না বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। যেমন, ঈদুল ফিতরের বোনাসের টাকা তারা বেসরকারি চাকরিজীবী হিসেবেই পেয়েছেন। নিয়ম অনুযায়ী, বোনাসের টাকা বকেয়া হিসেবে কখনোই পাওয়া যায় না।

প্রধানমন্ত্রী যে ২৬ হাজার ১৯৩টি বিদ্যালয়কে সরকারিকরণের ঘোষণা দিয়েছেন, তাতে কর্মরত আছেন ১ লাখ ৩ হাজার ৮৪৫ জন শিক্ষক। তাদের পর্যায়ক্রমে জাতীয়করণ করা হচ্ছে। প্রথম দফায় চলতি বছর ১ জানুয়ারি থেকে ২২ হাজার ৯৮১টি নিবন্ধিত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের (এমপিওভুক্ত) ৯১ হাজার ২৪ জন শিক্ষককে জাতীয়করণ করা হচ্ছে। দ্বিতীয় দফায় ১ জুলাই থেকে স্থায়ী/অস্থায়ী নিবন্ধন, পাঠদানের অনুমতিপ্রাপ্ত কমিউনিটি এবং সরকারি অর্থায়নে এনজিও পরিচালিত ২ হাজার ২৫২টি বিদ্যালয়ের ৯ হাজার ২৫ জন শিক্ষককে জাতীয়করণের আওতায় আনা হচ্ছে। এরপর তৃতীয় ধাপে পাঠদানের অনুমতির সুপারিশপ্রাপ্ত এবং অনুমতির অপেক্ষায় থাকা ৯৬০টি বিদ্যালয়ের ৩ হাজার ৭৯৬ জন শিক্ষককে আগামী বছর ১ জানুয়ারি জাতীয়করণের আওতায় আনার কথা রয়েছে।